



কনে গীতা পড়বনে□

কনে গীতা পড়বনে?

বর্তমান সময়ে প্রতটি মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবদ্ধ। ভগবদ গীতার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ সমাজকে সেই অন্ধকার থেকে মুক্ত করা।

□

প্রতটি মানুষই নানা কারণে দুঃখ ভোগ করছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মোহাচ্ছন্ন হওয়ার জন্য আমরা বুঝতেই পারিনি কনে আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি। ভগবদ্গীতা মানুষের জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

□

শ্রীমদ্ভগবদগীতা কেবলমাত্র একটি ধর্মগ্রন্থ নয়।

□

ভগবত গীতা কে সবাই সফল এবং সন্তুষ্ট জীবন যাপন করার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দশা হিসাবে স্বীকার করেন।

□

গীতায়, আধ্যাত্মিকতার সাথে সাথে দর্শনশাস্ত্র ও আছে। এতে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান আছে।

□

বিশ্বের সকল মহান উপদেশে শাস্ত্রের মধ্যে গীতায়, একমাত্র শাস্ত্র যা যুদ্ধের ময়দানে দেখা হয়ছে।

□

ভগবদ গীতায়, বলা আছে যে আমাদের বাইরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করলে হবে না। যুদ্ধ করতে হবে আমাদের ভেতরের শত্রুর সাথে।

□

যখন কোন মানুষ তার কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারে না তখন ভগবদ গীতা তার সমস্ত কর্তব্যবোধ কে জাগ্রত করে এবং তার সব সন্দেহ ও অজ্ঞতাকে দূর করে তার জীবন, আধ্যাত্ম ও মুক্তির সঠিক পথ দেখায়।

□

জীবনে আমাদের অনেকে শত্রু আছে।

□

সে শত্রু শুধুমাত্র বাইরের পার্থক্যে জগতে নয়, তা আমাদের মধ্যেও আছে, আমাদের মনেও আছে।

□

সঠিক পথ এবং মুক্তির জন্য এই শত্রুদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও বিজয় পাওয়ায়, গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীমদভগবদগীতায়, মুক্তির জন্য চারটি পথ দেখানো আছে –

জ্ঞানের পথ,

কর্মের পথ,

ধ্যানের পথ,

ভক্তির পথ।

দর্শনে এই চারটি পথকে মুক্তির পথ ভাবা হয়।

□

বিশ্বের সমস্ত ধার্মিক উপদেশের মধ্যে ভগবদ গীতার উপদেশেই একমাত্র উপদেশ যা আমাদের মুক্তির পথ বলে দিয়ে উপরোক্ত চারটির মধ্যে যেকোনো একটি পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেয়।